বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

পরিকল্পনা ও পরিচালন/(শানিব্যউবি) পরিপত্র নং-০৬/২০১৭

তারিখঃ ২৫ জৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
০৮ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক আমানত সংগ্রহ কর্মসূচী প্রসংগে।

ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছলতা আণয়ন ও মজবুত তহবিল গঠনের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে আমানত সংগ্রহ। আমানত ব্যাংকের বিনিয়োগসহ যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় গতির সঞ্চার করে থাকে। তাই ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতিধারা অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংককে Financially Viable করার জন্য আমানত সংগ্রহ অপরিহার্য। কম সুদবাহী আমানত সংগ্রহপূর্বক উহা সুপরিকল্পিতভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে Liabilities কে Asset এ পরিনত করে ব্যাংককে Financially Viable করাসহ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে, যা ব্যাংকের মূল লক্ষ্য।

০২। আমানত সংগ্রহের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয় হতে খাতওয়ারী বিভাজনের মাধ্যমে ২০% চলতি, ৫০% এসএনডি ও সঞ্চয়ী, ২০% মেয়াদী এবং ১০% অন্যান্য আমানত সংগ্রহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই চলতি, এসএনডি ও সঞ্চয়ী আমানতের চেয়ে মেয়াদী আমানতই বেশী সংগৃহীত হয়েছে এবং উচ্চ সুদের আমানত সংগ্রহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে শাখাগুলির আমানতের উপর সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে শাখার সার্বিক ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। ০১-০৬-২০১৭ তারিখে ব্যাংকের মোট আমানত স্থিতি ২২১৬১.৪৩ কোটি টাকার মধ্যে স্বল্পব্যয়ী আমানত স্থিতির পরিমান ৭০০১.৬০ কোটি টাকা (৩২%) মাত্র। স্বল্পব্যয়ী আমানত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অধিক সুদবাহি আমানত ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার মাধ্যমে Deposit Mix (২০% চলতি, ৫% এসএনডি, ৪৫% সঞ্চয়ী, ২০% মেয়াদী ও ১০% অন্যান্য আমানত) মোতাবেক প্রতিটি কার্যালয়ের আমানত স্থিতি বজায় রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে গত ১৭-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৬৮৬তম সভায় বার্ষিক আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে- পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ২৬০০০.০০ (ছাব্বিশ হাজার) কোটি টাকা নির্ধারণের সদয় অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক ০১-০৬-২০১৭ তারিখের আমানত স্থিতি ১৭.৩২% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরে Performing Budgeting এর ভিত্তিতে বিভাগওয়ারী (এলপিওসহ) আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং ৩০-০৬-২০১৮ তারিখে মোট আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপভাবে বন্টন করে দেয়া হলো।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ/কার্যালয়ের নাম	০১-০৬-২০১৭ ইং তারিখের আমানত স্থিতি	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন					
			লক্ষমাত্রা	চলতি	এসএনডি ও সঞ্চয়ী	মেয়াদী	অন্যান্য	৩০-০৬-২০১৮ এ মোট আমানত স্থিতি
				২০%	৫০%	২০%	১০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ঢাকা	৬০৮০.৯৯	১০৫৩.২৯	২১০.৬৬	৫২৬.৬৪	২১০.৬৬	১০৫.৩৩	৭১৩৪.২৮
২	ময়মনসিংহ	১২৭০.৪৯	২২০.০৬	৪৪.০১	১১০.০৩	৪৪.০১	২২.০১	১৪৯০.৫৫
৩	চট্টগ্রাম	৩০১৫.৫৮	৫২২.৩৩	১০৪.৪৭	২৬১.১৬	১০৪.৪৭	৫২.২৩	৩৫৩৭.৯১
৪	খুলনা	১৩১৭.৬৮	২২৮.২৩	৪৫.৬৫	১১৪.১২	৪৫.৬৫	২২.৮২	১৫৪৫.৯১
৫	কুষ্টিয়া	৮০৫.৭০	১৩৯.৫৫	২৭.৯১	৬৯.৭৮	২৭.৯১	১৩.৯৫	৯৪৫.২৫
৬	কুমিল্লা	২৪৩৮.৮৪	৪২২.৪৩	৮৪.৪৯	২১১.২১	৮৪.৪৯	৪২.২৪	২৮৬১.২৭
৭	বরিশাল	১৩৯৩.০৯	২৪১.৩০	৪৮.২৬	১২০.৬৫	৪৮.২৬	২৪.১৩	১৬৩৪.৩৯
৮	ফরিদপুর	১১৫২.৮৪	১৯৯.৬৮	৩৯.৯৪	৯৯.৮৪	৩৯.৯৪	১৯.৯৬	১৩৫২.৫২
৯	সিলেট	১৩৪৩.৬৬	২৩২.৭৩	৪৬.৫৫	১১৬.৩৭	৪৬.৫৫	২৩.২৬	১৫৭৬.৩৯
১০	স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়	৩৩৪২.৫৬	৫৭৮.৯৬	১১৫.৭৯	২৮৯.৪৮	১১৫.৭৯	৫৭.৯০	৩৯২১.৫২
	মোটঃ	২২১৬১.৪৩	৩৮৩৮.৫৭	৭৬৭.৭৩	১৯১৯.২৮	৭৬৭.৭৩	৩৮৩.৮৩	২৬০০০.০০

০৩। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ আগামী ৩০-০৬-২০১৭ তাখের মধ্যে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/কর্পোরেট শাখার আমানত সংগ্রহ/স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা বন্টন করে উহার একটি কপি ০৫-০৭-২০১৭ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা আগামী ১২-০৭-২০১৭ তারিখের মধ্যে অঞ্চলাধীন শাখাসমূহে বন্টন করে বন্টনকৃত লক্ষ্যমাত্রার কপি ১৪-০৭-২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় এবং শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

চলমান পাতা-০২

০৪। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাঃ-

- ব্যাংকের আমানতের উপর সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে এমনভাবে আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন পর্যায়ক্রমে মোট আমানতের মধ্যে চলতি আমানতের পরিমান ২০% এ উন্নীত হয়।
- অধিক সুদবাহী মেয়াদী আমানত সংগ্রহ নিরুৎসাহিত করে স্বল্প মেয়াদী আমানত যথা- সুদবিহীন ও অপেক্ষাকৃত কমসুদবাহী চলতি, এসএনডি এবং সঞ্চয়ী আমানত সংগ্রহে অধিক মনোযোগী হতে হবে।
- সঞ্চয়ী ও এসএনডি হিসাবে মোট আমানত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% অর্জন করতে হবে।
- আমানতের উপর সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে শাখার সমুদয় মেয়াদী আমানতের বিপরীতে নিয়মাচার অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমান ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- মেয়াদী আমানত হিসাবে মোট আমানত লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ২০% অর্জন করতে হবে। তবে ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হারে মেয়াদী আমানত সংগ্রহ করতে হবে।
- অন্যান্য আমানত হিসাবে মোট আমানত লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ১০% অর্জন করতে হবে।
- সুদবিহীন/স্বল্প সুদবাহী বড় বড় আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি অধিক হারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে আমানতের একটি স্থিতিশীল মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে Financial Inclusion এর আওতায় কৃষকের ১০/- টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব সচল রাখার মাধ্যমে আমানতের একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বড় বড় আমানত সংগ্রহ করে এবং সরকারী তহবিলের ৭৫% সরকারী ব্যাংকে রাখার যে নিয়ম রয়েছে তা যথাযথ কাজে লাগিয়ে ব্যাংকের আমানত ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করতে হবে।
- ঋণ বিতরণের তহবিলের জন্য প্রধান কার্যালয়/বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে শাখা/কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আমানত হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রাসহ আমানত সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রায়শঃই কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের সমাবেশে সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উপস্থিত থেকে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে কৃষকগণকে অবহিতকরণ ও কৃষি ব্যাংকে সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন তাদের নামে প্রত্যেকের একটি করে আমানত হিসাব খুলে নিয়মিত টাকা লেনদেন করার অনুরোধ জানাতে হবে এবং এ সকল আমানত হিসাব সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদার করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিক-নির্দেশনা ঃ

নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ-

(ক) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নঃ

গ্রাহকই ব্যাংকের সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। গ্রাহক ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কাজেই গ্রাহকের সন্তুষ্টি ব্যাংকের লক্ষ্য। উত্তম সেবা পেলে গ্রাহকরাই ব্যাংকের সুনাম প্রচার করবেন। ফলে নতুন নতুন গ্রাহক আমাদের ব্যাংকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তাই আমানতকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে উত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহকদেরকে হাসিমূখে বরণ করতে হবে ও কাজ করে তাঁদেরকে হাসিমূখে বিদায় দিতে হবে। কোন ভাবেই তাঁদের সংগে রুঢ় ব্যবহার করা যাবে না। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে চেক, ডিডি, টিটি, এমটি, পিও ইত্যাদির টাকা প্রদান ও সংগে সংগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাশ বই পুরণ করতে হবে এবং ডিডি, টিটি, এমটি, পিও ইস্যুর ক্ষেত্রেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গ্রাহককে সন্তুষ্ট করতে হবে। উল্লেখ্য, গ্রাহক সেবার ব্যাপারে যে কোন অভিযোগ গুরুত্বেরসাথে স্বল্পতম সময়ে সমাধান করতে হবে। "গ্রাহক ব্যাংকের উপর নয় বরং ব্যাংক গ্রাহকের উপর নির্ভরশীল" এ মনোভাব সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) আমানতকারী/সম্ভাব্য আমানতকারীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ

প্রতিটি কার্যালয়/শাখাকে স্থানীয় ও তাঁদের আওতাধীন এলাকার ব্যবসায়ি, চাকুরীজীবি, প্রবাসী এবং ধণাঢ্য কৃষক এর তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের সাথে নিয়মিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করে ব্যাংকের আমানতের সকল প্রোডাক্ট সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাদেরকে সব ধরণের আমানত হিসাব খোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি শাখা/কার্যালয়ে আমানত সংশ্লিষ্ট সকল পত্রালাপের জন্য একটি "ডিপোজিট ডেভেলপমেন্ট ফাইল" সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে শাখার/কার্যালয়ের এ সম্পর্কিত কর্মকান্ডের উপর উপর মনিটরিং জোরদার করতে হবে। কার্যালয় প্রধানকে তাঁর অধিক্ষেত্রে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্ব-শাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে ঘনিষ্ট সংযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের আমানত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

(গ) ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব আরোপঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী হিসাব এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কীমের আওতায় সকল শাখায় পর্যাপ্ত সংখ্যক হিসাব খুলে আমানতের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করতে হবে। ব্যাংকে আমানতের যে সকল প্রোডাক্ট রয়েছে তা জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্টীকার/পোস্টার লাগাতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহকদের আকৃষ্টকরণপূর্বক আমানত বৃদ্ধি জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাঠকর্মীগণকে সব সময় হিসাব খোলার ফরম সংগে রাখতে হবে এবং গ্রাহকদের ফরম পুরণে সহায়তা করতে হবে। তবে আমানতকারীগণকে হিসাব খোলার সময় অবশ্যই শাখায় উপস্থিত হতে হবে এবং হিসাব খোলার ব্যাপারে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার সকল নির্দেশনা পুংখানুপুংখভাবে পরিপালন করতে হবে।

(ঘ) বিদেশে কর্মরতদের আমানত সংগ্রহঃ

দেশের পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক বিভিন্ন দেশে নানা পেশায় কর্মরত আছেন। প্রবাসী এই বাংলাদেশীগণ বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রচুর রেমিটেন্স প্রেরণ করেন। তাই ব্যাংকের আমানতের অন্যতম উৎস বৈদেশিক রেমিটেন্স। শাখা ব্যবস্থাপককে শাখার আওতাধীন এলাকার বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুতপূর্বক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাঁদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহের জন্য নিয়মিতভাবে পত্র যোগাযোগ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি শাখা এ ব্যাপারেও একটি পত্রালাপ ফাইল ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ পরিদর্শনকালে শাখায় এ সংক্রান্ত নথি/রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি না তা পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(ঙ) বৈদেশিক রেমিটেন্স এর অর্থ স্বল্পতম সময়ে পরিশোধঃ

বিভিন্ন স্পট ক্যাশ রেমিট্যান্স দ্রুতার সাথে পরিশোধ করতে হবে। বৈদেশিক রেমিটেন্স বিষয়ক এ্যাডভাইস/টিটি বার্তা শাখা কর্তৃক প্রাপ্তির সাথে সাথে যাচাই-বাছাই/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাৎক্ষণিকভাবে বেনিফিসিয়ারীর হিসাবে জমাপূর্বক হিসাবধারীকে অবহিত করতে হবে। এতে করে রেমিটেন্স প্রেরণকারী/গ্রাহকগণ ভাল সেবা পাওয়ায় আরো বেশী বেশী রেমিটেন্স প্রেরণে উদ্বুদ্ধ হবেন, অন্যান্য প্রবাসী রেমিটারগণও কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রেরণে আগ্রহী হবেন। বৈদেশিক রেমিটেন্সের টাকা পেতে কোন গ্রাহক যাতে হয়রানির শিকার না হন সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য সকল শাখা ব্যবস্থাপককে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(চ) স্থিতি নিশ্চিতকরণ পত্র ইস্যুঃ

আমানতকারীদের নিকট ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের স্থিতি সম্পর্কিত স্থিতিপত্র জারী করে গ্রাহকদের নিকট থেকে স্থিতি নিশ্চিতকরণপত্র (Balance confirmation certificate) সংগ্রহ করতে হবে এবং তা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। ইহা গ্রাহক পরিচিতি (KYC) নিশ্চিতকরণে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(ছ) সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আমানত সংগ্রহ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণঃ

ব্যাংকের একটি স্থিতিশীল আমানত ভিত্তি গড়ার লক্ষ্যে শাখা হতে শুরু করে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আমানত সংগ্রহে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শাখায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকেও আমানত হিসাব খোলা ও আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। শাখায় আমানত সংগ্রহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রতি মাসে আমানত সংগ্রহের কর্মীভিত্তিক ও সার্বিক আমানতের একটা প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কর্পোরেট শাখাসমূহ উক্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। বিভাগীয় কার্যালয়/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়কে শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন গুলি পর্যালোচনা করে পরিধারণ করতে হবে।

(জ) নতুন আমানতের উপর গুরুত্বারোপঃ

আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখাসমূহকে প্রচলিত নীতিমালার আলোকে পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন আমানত হিসাব খুলতে হবে। বিশেষ করে যে পরিমান আমানত উত্তোলিত হবে ন্যূনতম সেই পরিমান কম সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তা পুরণ করতে হবে। শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নতুন আমানত হিসাব খোলার জন্য আলাদা লক্ষ্যমাত্রা দিতে হবে এবং শাখা ব্যবস্থাপক পাক্ষিক ভিত্তিতে তা পরিধারণ করবেন। এ লক্ষ্যে শাখা/কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামে আমানত রেজিষ্টার খুলে স্ব-স্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সংগৃহীত আমানত রেজিষ্টারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং আমানত সংগ্রহের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিধারণ করতে হবে।

(ঝ) আমানতকারীদের হয়রানি লাঘবকরণে সতর্কতা অবলম্বনঃ

লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক শাখা ডিডি, টিটি, এমটি ইত্যাদি ইনষ্ট্রুমেন্টে টেষ্ট নম্বর ও অনুমোদিত স্বাক্ষর সঠিকভাবে না দেয়ার কারণে গ্রাহকগণ হয়রানির শিকার হন। অনেক সময় এ ধরণের অনাকাংখিত ঘটনার জন্য মূল্যবান গ্রাহক ব্যাংকের সাথে লেনদেনে নিরুৎসাহিত হন। এতে ব্যাংকের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুন্ন হয়। এ বিষয়ে শাখাগুলিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এ ধরণের উদ্ভুত কোন পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়ী করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৪

(ঞ) কৃষকের, অতিদরিদ্রদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব পরিচালনাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃষকের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর আন্তরিক সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৫ লক্ষাধিক কৃষকের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে। কৃষকের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা/পরিচালনার মাধ্যমে সরকার তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অত্র ব্যাংকের ভাবমুর্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব ছাড়াও অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ভাতাভোগী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ভাতাভোগী, হিন্দু ধর্মীও কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে অনুদানপ্রাপ্ত দুস্থ ব্যক্তি, আইলা দুর্গত ব্যক্তি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল ব্যাংক হিসাব লেনদেনের মাধ্যমে Financial Inclusion কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও যথাযথভাবে পরিচালনাপূর্বক পর্যাপ্ত গ্রামীণ আমানত সংগ্রহে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। তাই কৃষক, অতিদরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের ১০/- টাকার ব্যাংক হিসাব সময়মত খুলে তা চালু রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ গ্রাহকদের অন্যান্য হিসাব স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে খুলে প্রত্যাশিত গ্রাহক সেবা প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

০৬। উপরোক্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২৬০০০.০০ (ছাব্বিশ হাজার) কোটি টাকা আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। এ ছাড়াও শাখাসহ ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের আমানত সংগ্রহকারী সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে স্ব-স্ব আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে মাঠ পর্যায়ের সকল শাখার আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পাক্ষিক ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১ কে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ সকল নগর শাখার আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাপ্তাহিকভিত্তিতে পরিধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা বিভাগ থেকেও বিভাগ/অঞ্চল ভিত্তিক আমানত সংগ্রহের অগ্রগতি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হবে।

০৭। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আমানত সংগ্রহ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা/পরিধারণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অঞ্চল/বিভাগ কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক আমানত সংগ্রহ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

০৮/০৬/২০১৭

(ঠাকুর দাস কুন্ডু)
মহাব্যবস্থাপক
(পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ)
ফোনঃ ৯৫৭৪৭৩৭

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০১৬-২০১৭/১৩৮১(১২৫০) তারিখ ঃ ০৮-০৬-২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। মহাব্যবস্থাপক ও অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।
০৭। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত সার্কুলারটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৮। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে)।
১৪। নথি/মহানথি।

০৮/০৬/১৭

(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপ- মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৭৪০২৫